



289116 - সাহসিকতার পরচয় ও সাহসিকতার গুণে গুণান্বতি হওয়ার উপায়সমূহ

প্রশ্ন

ইসলামে সাহসিকতা কী? ব্যক্তি কীভাবে সাহসী হয়ে উঠবে?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

সাহসিকতা হলো বপিদাপদে অন্তর দৃঢ় থাকা এবং ভয়ভীতির সময়ে হৃদয় স্থির থাকা।

প্রয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

الشَّجَاعَةُ (সাহসিকতা) শব্দে আভিধানিক অর্থ: বপিদে অন্তর শক্ত থাকা। شَجَاعَةٌ, شَجَعٌ অর্থ: বপিদে মুহূর্তে শক্ত ছিল।

সাহসী পুরুষকে বলা হয়: شُجَاعٌ, সাহসী নারীকে বলা হয়: شُجَاعَةٌ, বহু সাহসী নারীকে বলা হয়: نِسْوَةٌ شُجَاعَاتٌ, সাহসী জনসমষ্টিতে বলা হয়: شَجَعَةٌ, وشُجَعَانٌ، وقَوْمٌ شُجَاعَاءٌ [তহযীবুল লুগাহ (১/২১৪), লসানুল আরাব (৮/১৭৩)]

ইবনু ফারসি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'ع و ش, ج' দিয়ে কেবল একটি ধাতু। এটি দুঃসাহস ও অগ্রগামতির অর্থ নরিদশে করে।'[মাকাইসুল লুগাহ (৩/২৪৭) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

পারভিষিকি অর্থ:

الشَّجَاعَةُ (সাহসিকতা) হল: ثبات القلب عند النُّوْزِلِ، واستقراره عند المخاوف (বপিদাপদে অন্তর দৃঢ় থাকা এবং ভয়ভীতির সময়ে হৃদয় স্থির থাকা।)

ইবনুল কাইয়ামি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “বহু মানুষ সাহসিকতার সাথে শক্তিকে তালগলে পাকিয়ে ফেলেন। অথচ দুটি ভিন্ন



বসিয়। সাহসিকতা হল বপিদাপদে অন্তর দৃঢ় থাকা; যদিও ব্যক্তি (শারীরিকভাবে) দুর্বল হয়।

আবু বকর সদিদীক রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে এই উম্মতের সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তি। কিন্তু উমর (রাঃ) সহ অন্যরা তাঁর চয়ে শক্তিশালী ছিলেনে। কিন্তু তিনি এমন সব ক্ষত্রে অন্তরে দৃঢ়তার জন্য সাহাবীদের উপর শ্রেষ্টত্ব অর্জন করছিলেন যগুলোতে পাহাড় পর্যন্ত টলে যায়। এ সকল ক্ষত্রে তিনি ছিলেনে দৃঢ় মন ও স্থির চিত্তের অধিকারী। সাহসী ও বীর সাহাবীরা তাঁর কাছে আশ্রয় নতি। তিনি তাদেরকে দৃঢ় রাখতেনে এবং সাহস যোগাতেনে।”[আল-ফুরুসয়্যাহ (পৃ. ৫০০) থেকে সমাপ্ত]

তিনি আরো বলেন: “সাহসিকতা অন্তরে বসিয়। আর সটো হল ভয়ভীতির সময়ে অন্তরে দৃঢ়তা ও স্থিরতা।

ধরৈয় ও সুধারণা থেকে এই চরিত্রেরে সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি যখন বজিহী হওয়ার ধারণা রাখে এবং ধরৈয় তার সহযোগী হয়; তখন সে দৃঢ় থাকে।

অনুরূপভাবে কাপুরুষতার জন্ম কুধারণা ও অধরৈয় থেকে। এমতাবস্থায় ব্যক্তি বজিয়েরে কথা ভাবে না এবং ধরৈয়ও তার সহযোগী হয় না।

কাপুরুষতার উৎপত্তি কুধারণা ও মনে খারাপ কুমন্ত্রণা থেকে। ...”[আর-বুহ (পৃ. ২৩৬) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে হায়ম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “সাহসিকতার সংজ্ঞা হল: মৃত্যু পর্যন্ত জান ব্যয় করা— ধর্ম রক্ষায়, নারীর প্রতিক্ষায়, নরিয়াততি প্রতবিশৌ ও মজলুম আশ্রয়প্রার্থীর প্রতিক্ষায়, সম্পদ বা ইজ্জতের উপর জুলুমেরে শিকার ব্যক্তির প্রতিক্ষায় এবং সত্যেরে পথে অবচিল সকল মজলুমেরে প্রতিক্ষায়; চাই বরিোধীরা কম হোক বা বেশি হোক।

উল্লেখিত ক্ষত্রে কসুর করাই হলো: কাপুরুষতা ও ভীরুতা।

দুনিয়াবী স্বার্থে এটি ব্যয় করা: অববিচেনাপ্রসূত কাজ ও নরিবুদ্ধতি।

এর চয়ে নরিবোধ হল: যে ব্যক্তি অনবিার্য অধিকারগুলো থেকে মানুষকে বাধা দয়েরে জন্ম নজিরে জান ব্যয় করে কথিবা যে ব্যক্তি মানুষকে বাধা দয়ে তার জন্ম নজিরে জান ব্যয় করে।”[আল-আখলাক্ব ওয়াস-সয়্যার: (পৃ. ৩২) থেকে সমাপ্ত]

তনি:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেনে সবচেয়ে সাহসী মানুষ। বুখারী (২৯০৮) ও মুসলমি (২৩০৭) বর্ণনা করেন, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেনে সবচেয়ে সুশ্রী ও সাহসী। এক রাত্রে মদীনাবাসী (শব্দ শুনেনে) আতঙ্কতি হল এবং শব্দরে উৎসরে দকি বেরে হল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সাথে তাদেরে



দখো হল এমতাবস্থায় যবে, তিনি পরিস্থিতি নিশ্চিত হয়ে ফরিছিলনে। এ সময় তিনি আবু তালহার জনিবহীন ঘোড়ার পঠি সওয়ার ছিলনে এবং তাঁর কাঁধে তরবারী ঝুলানো ছিলি। তিনি তাদরে বলছিলনে: “তোমরা ভীত হয়ো না, তোমরা ভীত হয়ো না।”

চার:

সাহসিকতার গুণে গুণান্বতি হওয়ার অনেকে উপায় রয়ছে। এর মধ্যে আমরা কিছু উল্লেখ করছি:

- ঈমানরে মজবুতি ও ঈমানরে উপর অবচিলতা।
- ইসলামরে বীর ও সাহসীদরে জীবনী পড়া।
- হক্ব কথা বলা ও সত্য প্রকাশে নরিভীকতা।
- মন্দ কাজরে বরিোধতি ও নষিধে করায় নরিভীকতা।
- নিজেকে নয়িন্ত্রণে রাখা। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বরণনা করনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: **لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ** . (কুস্তগীর প্রকৃত বীর নয়। বরং সেই আসল বীর যবে রাগরে সময় নিজেকে নয়িন্ত্রণে রাখতে পারে।)[বুখারী (৬১১৪), মুসলমি (২৬০৯)]

ইবনুল আসীর তাঁর ‘নহিয়া’ বইয়ে (৩/২৩) বলনে: “الصُّرْعَةُ শব্দরে অর্থ: لَا يُغْلَبُ (কুস্ততিে প্রবল পারদর্শী ব্যক্তি যাকে হারানো যায় না)। এটাকে নবীজী এমন ব্যক্তরি ক্ষত্রে নয়ি এসছেনে যবে রাগরে মুহূর্তে নিজিে পরাজতি ও অবদমতি করতে পারে। কারণ যবে ব্যক্তি নিজেকে নয়িন্ত্রণ করতে পারল সবে তার সর্বাধিক শক্তিশালী ও সর্বনকিষ্ট শত্রুকে দমন করতে পারল।”[সমাপ্ত]

- শরয়ী নরিদশেসমূহরে সম্মান করা।
- আল্লাহর পবতির বিষয়গুলকোকে মর্যাদা দেওয়া।
- অগ্রসর হওয়ার স্থানগুলোতে অগ্রসর হওয়া।
- মজলুমকে সাহায্য করা এবং তাকে জুলুম থেকে মুক্ত করা।

আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞঃ।